উনবিংশ অধ্যায়
স্বর্গপুরীতে আগমন

স্বপ্নে দেখলাম, এতক্ষণে যাত্রীরা ***মোহভূমি*** পার হয়ে ***বিয়ূলা*** দেশে প্রবেশ করেছে (যিশাইয় ৬২:৪-১২, পরমগীত ২:১০-১২)। সে দেশের বায়ুপ্রবাহ মনোরম ও তৃপ্তিদায়ক; সিয়োনের পথ এই দেশের মধ্য দিয়ে গেছে বলে তারা কিছুদিন সেখানে বিশ্রাম করল। প্রতিদিন পাখির মিষ্টি গানে, ঘুঘুর কুহু কুহু রবে ও প্রস্ফুটিত ফুলের সৌন্দর্যে ও সৌরভে তারা মুগ্ধ হয়ে রইল। এ দেশে কখনও রাত বা অন্ধ কার হয় না;এ দেশটা ***মৃত্যুচ্ছায়া*** উপত্যকার ওপারে, ***আশাভঙ্গ*** অসুরের এলাকার বাইরে, এবং ***সংশয় দুর্গ*** এখান থেকে দেখতেও পাওয়া যায় না। গন্তব্য নগরী এখান থেকে দেখা যায়; সে দেশের বাসিন্দারা ও স্বর্গদূতেরা এখানে বেড়াতে এসে থাকেন, কারণ এ দেশটা স্বর্গের কাছাকাছি অবস্থিত, তাই তাদের কারও কারও সঙ্গে যাত্রীদের দেখা-সাক্ষাৎ হতে থাকল। এ দেশে ***বর*** ও ***কন্যার*** মিলনসূত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, ফলে বর যেমন বধূকে পেয়ে আনন্দিত হয়, তেমনই *ঈশ্বর* তাদের পেয়ে আনন্দিত হন (যিশাইয় ৬২:৫) । এখানে তাদের খাদ্য-পানীয়ের কোন অভাব হল না, যাত্রাপথে তাদের প্রাণ যার জন্য লালায়িত ছিল, এখানে তা তারা প্রচুর পরিমাণে পেল। এখান থেকে তারা ***রাজধানীর*** এই ঘোষণা শুনতে পেল, "তোমরা ***সিয়োন-কন্যাকে*** বল, দেখ, তোমার পরিত্রাণ উপস্থিত, দেখ, তাঁর সঙ্গে তাঁর দাতব্য পুরস্কার আছে" (যিশাইয় ৬২:১১)। এ দেশের অধিবাসীরা যাত্রীদের "পবিত্র, ***প্রভুর কৃপায়*** মুক্তিপ্রাপ্ত ও মনোনীত লোকেরা" ইত্যাদি বলে সম্বোধন করতে লাগল।

এ দেশে বেড়াতে বেড়াতে তাদের এমন আনন্দ হল, যা গন্তব্য নগর থেকে দূরবর্তী অন্য কোন স্থানে হয়নি। তারা যত অগ্রসর হতে লাগল, ***রাজধানীর*** সৌন্দর্য তত স্পষ্ট দেখতে পেতে থাকল। ***পবিত্র নগরী*** বহুমূল্য প্রস্তর, মণিমুক্তা নির্মিত, রাজপথগুলো স্বর্ণমণ্ডি ত। নগরের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও তার উপর সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হওয়াতে এমন অপরূপ দেখাচ্ছিল যে, ***খ্রীষ্টিয়ান*** সেখানে সত্বর যাবার বাসনায় আকুল হয়ে উঠল। **আশাবানের** অবস্থাও ক্রমে অনুরূপ হয়ে উঠল, তাই তারা কিছুক্ষণ এক জায়গায় থেকে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল, "তোমরা যদি আমার প্রিয়তমের দেখা পাও, ***তাঁকে*** বোলো, আমি ***তাঁর*** জন্য ব্যাকুল" (পরমগীত ৫:৮)।

কিছুক্ষণ পরে ব্যাকুলতা উপশম হয়ে এলে তারা আবার যাত্রা শুরু করল, এবং ***রাজধানীর*** আরও কাছে এসে পথের পাশে কুঞ্জবন, আঙ্গুর বাগান ও রমণীয় উদ্যান দেখতে পেল।

সেখানকার মালিকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, এত সুন্দর আঙ্গুর বাগান ও উদ্যান কার? মালি উত্তর করল, ***মহারাজের***। তিনি নিজের মনোরঞ্জন ও যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন। তার পর মালি তাদের বাগানে নিয়ে গিয়ে আঙ্গুর খেতে ও ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করে তৃপ্ত হতে বলল (দ্বিতীয় বিবরণ ২৩: ২৪)। আবার ***রাজার*** ভ্রমণ এলাকা ও মনোরম গাছ বাড়ি ইত্যাদি দেখাল। যাত্রীরা বিশ্রামের জন্য উদ্যানে বসলে কিছুক্ষণ পরে ঘুমিয়ে পড়ল।

স্বপ্নে দেখলাম, যাত্রীরা ঘুমের ঘোরে এত কথা বলতে লাগল, যা সমস্ত পথেও বলেনি, তাতে আমি অবাক হয়ে গেলাম। তখন মালি আমাকে বলল, "অবাক হচ্ছ কেন? এ উদ্যানের আঙ্গুরের এমনই গুণ যে, ঘুমন্ত লোকের মুখও কথা বলে।" তার পর তারা ঘুম থেকে উঠে ***রাজধানীর*** দিকে যাত্রা করল;কিন্তু যেমন আগেও বলেছি, বিশুদ্ধ স্বর্ণময় (প্রকাশিত. ২১:১৮) ***রাজধানীর*** উপর সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হওয়াতে এত উজ্জ্বা হয়ে উঠেছিল যে, তারা খালি চোখে তাকাতে পারছিল না (১করিন্থীয় ১৩:১২), তাই বিশেষভাবে নির্মিত একটা যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে লাগল (২করিন্থীয় ৩:১৮)। কিছু দূর গেলে আমি দেখতে পেলাম, দু-জন লোক এসে তাদের সঙ্গ নিলেন। তাঁদের মুখমণ্ড ল তেজোময় ও বস্ত্র সোনার মত উজ্জ্বা। তাঁরা যাত্রীদের জিজ্ঞেস করলেন, "কোথা থেকে আসছ?" তারা উত্তর দিল। তাঁরা আরও জিজ্ঞেস করলেন, "পথে কোথায় কোথায় কালযাপন করেছ? কি কি বিপদে ও কষ্টে পড়েছিলে? কি কি ভাবে সান্ত্বনা ও আনন্দ পেয়েছিলে?" তারা সব প্রশ্নের উত্তর দিল। তখন তাঁরা তাদের বললেন, "আর দুটো বাধা উতরাতে পারলে তোমরা ***রাজধানীতে*** পৌঁছে যাবে।"

তখন ***খ্রীষ্টিয়ান*** ও ***আশাবান*** তাঁদের বলল, "দয়া করে আপনারা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলুন।" তাঁরা সম্মত হয়ে বললেন, "কিন্তু তোমাদের নিজ নিজ বিশ্বাসের জোরেই নগরে পৌঁছতে হবে।" স্বপ্নে দেখলাম, তাঁরা এক সঙ্গে যেতে যেতে অবশেষে ***রাজধানীর*** প্রবেশদ্বার দেখতে পেলেন। স্বপ্নে আরও দেখলাম, তাঁদের ও নগরদ্বারের মাঝখান দিয়ে একটা নদী বয়ে গেছে, কিন্তু নদীতে কোনও সেতু নেই, আবার নদীটা বেশ গভীর। যাত্রীরা নদী দেখে বেশ ঘাবড়ে গেল। তখন সঙ্গীরা বললেন, "এই নদী দিয়েই তোমাদের যেতে হবে, নইলে ***রাজধানীর*** দ্বারে পৌঁছতে পারবে না।"

যাত্রীরা তা শুনে জিজ্ঞেস করলেন, "আর কি কোনও পথ নেই?" তাঁরা বললেন, "আছে, কিন্তু জগতের পত্তন অবধি মাত্র দু'জন — ***হনোক*** ও ***এলিয়*** — ছাড়া আর কেউ সে পথে পা দিতে পারেনি, এবং শেষ তূরীধবনি পর্যন্ত কেউ পারবেও না।" তখন যাত্রীরা, বিশেষত ***খ্রীষ্টিয়ান*** নিরাশ হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল, কিন্তু নদীর মধ্য দিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় না-দেখে সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করল, "নদীর সবটাই কি সমান গভীর?" তাঁরা বললেন, "না, ***মহারাজের*** ওপর যার যেমন বিশ্বাস, সেই অনুসারে নদী গভীর বা অগভীর হয়ে থাকে।"

তখন নদী পার হবার জন্য যাত্রী দু-জন জলে নামল বটে, কিন্তু ***খ্রীষ্টিয়ান*** চিৎকার করে তার বন্ধু ***আশাবানকে*** ডেকে বলতে লাগল, "ভাই, আমি যে অগাধ জলে ডুবে যাচ্ছি। প্রচণ্ড

ঢেউ আমার মাথার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, এখন কী করি? (গীতসংহিতা ৪২:৭ পদ দেখুন)। ***আশাবান*** বলল, "ভাই, সাহস কর, আমি ঠাঁই পেয়ে গেছি, নিচের মাটি বেশ শক্ত।" — আশাবানের মত যার বিশ্বাস আছে, মৃত্যুকালেও সে দেখতে পায়, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞারূপ ভিত্তি কেমন দৃঢ়, মৃত্যুভয় তাকে আচ্ছাদিত করতে পারে না। সে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে চিরবিশ্রামে প্রবেশ করে।

কিন্তু ***খ্রীষ্টিয়ান*** বলে চলল, "ভাই, মৃত্যুযন্ত্রণা আমাকে পেয়ে বসেছে, আমি বোধ হয়, দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশ আর দেখতে পেলাম না।" এমন সময় ঘোর অন্ধকার ও ভয়ের বিভীষিকায় সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল, মনে হল, অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। যাত্রাপথে যে সব সান্ত্বনা দানকারী বিষয় দেখেছে ও উপভোগ করেছে, সে-বিষয়ে বিশেষ কিছু বলতে পারল না; যা কিছু বলল, তাতে তার মনের ভয় ও অন্তরের আতঙ্ক প্রকাশ পেতে থাকল; কি জানি, হয়তো এখানেই সব শেষ হয়ে যাবে, ***স্বর্গীয় রাজধানীতে*** প্রবেশ করতে পারবে না। তা ছাড়া, যাত্রা আরম্ভের পূর্বে ও পরে যে সব পাপ করেছিল, সে সব মনে পড়াতে যন্ত্রণা আরও বেড়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে সে এমন সব কথা বলছিল, যাতে মনে হচ্ছিল, শয়তান তার দলবল নিয়ে এসে তাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

এই অবস্থায় ***খ্রীষ্টিয়ানের*** মাথা জলের উপর তুলে ধরে রাখতে, অর্থাৎ মৃত্যুর সময় তার বিশ্বাসকে সবল, সতেজ রাখতে ***আশাবানকে*** যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছিল। কখনও কখনও সে একেবারে ডুবে যাচ্ছিল, খানিকক্ষণ পরে আবার একটু ভেসে উঠছিল। এরই মধ্যে ***আশাবান*** তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগল, "ঐ দেখ, ***স্বর্গীয় রাজধানীর গেট*** দেখা যাচ্ছে, লোকেরা আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন।" কিন্তু ***খ্রীষ্টিয়ান*** বলল, "ভাই, ওঁরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন; তুমি আশাবান, চিরদিনই তোমার আশা উজ্জ্বল।" ***আশাবান*** বলল, "তোমার আশাও তো উজ্জ্বল দেখে এসেছি এতদিন।" ***খ্রীষ্টিয়ান*** উত্তর করল, তা-ই যদি হবে, তা হলে, ***তিনি*** কি একবার দেখা দিয়ে আমাকে সাহায্য করতেন না? আমার পাপের জন্য এই সংকটে ***তিনি*** আমাকে পরিত্যাগ করেছেন।" তখন ***আশাবান*** বলল, "শোন ভাই, ***ঈশ্বর*** দুষ্টদের বিষয়ে বলেছেন, তারা মৃত্যুকালে যন্ত্রণা পায় না, বরং তাদের কলেবর হৃষ্টপুষ্ট। অন্য লোকদের মত কষ্ট তাদের হয় না, মানুষের মত তারা আহত হয় না" (গীতসংহিতা ৭৩:৪-৫), এ সব কথা কি ভুলে গেলে? ***ঈশ্বর*** তোমাকে ত্যাগ করেছেন বলে জলের মধ্যে তোমার এত কষ্ট হচ্ছে, তা নয়; এতকাল ***তাঁর*** কাছ থেকে যে উপকার পেয়েছ, তা স্মরণ কর কি না, দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও ***তাঁর*** উপর নির্ভর কর কি না, তার প্রমাণ নেবার জন্য এই পরিস্থিতির উদ্ভব হতে দিয়েছেন।"

স্বপ্নে দেখলাম, ***খ্রীষ্টিয়ান*** যেন কিছু চিন্তা করতে লাগল, তখন ***আশাবান*** তাকে আবার বলল, "ভাই, সাহস কর, ***খ্রীষ্ট যীশু*** তোমাকে সুস্থ করেছেন।" এ কথা শুনেই ***খ্রীষ্টিয়ান*** চেঁচিয়ে বলে উঠল, "হ্যাঁ, ***তাঁকে*** দেখতে পাচ্ছি। ***তিনি*** বলছেন, "তুমি যখন জলের মধ্য দিয়ে

গমন করবে, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব;যখন নদ-নদীর মধ্য দিয়ে গমন করবে, সে সব তোমাকে নিমগ্ন করবে না" (যিশাইয় ৪৩:২)। এতে তাদের উভয়েরই সাহস জন্মাল, এবং নদী পার না-হওয়া পর্যন্ত শত্রু আর কোন বাধার সৃষ্টি করল না। পরক্ষণে ***খ্রীষ্টিয়ান*** পায়ের নিচে শক্ত মাটির হদিশ পেল;তা ছাড়া, নদীর বাকি অংশটুকুতে জলের গভীরতাও কম ছিল। এইভাবে তারা নদীর (মৃত্যু-নদীর) ওপারে চলে গেল। তখন তারা দেখতে পেল, সেই তেজোময় ব্যক্তিদ্বয় তাদের অপেক্ষায় রয়েছেন। যাত্রীরা জল থেকে উঠলে তাঁরা তাদের অভিবাদন জানিয়ে বললেন, আমরা সেবাকারী আত্মা, পরিত্রাণ প্রাপ্তদের সেবা করার জন্য ***ঈশ্বর*** আমাদের পাঠিয়েছেন (ইব্রীয় ১:১৪)। এই বলে তারা তাদের প্রধান ফটকের দিকে নিয়ে চললেন।

পাঠকের যেন মনে থাকে, **সিয়োনপুরী** সুউচ্চ এক মহাপর্বতের উপর অবস্থিত; কিন্তু উল্লিখিত সেবাকারী আত্মাদ্বয় বা তেজোময় ব্যক্তিদ্বয় তাদের হাত ধরে নিয়ে যাওয়াতে তারা অক্লেশে দ্রুতগতিতে পাহাড়ে উঠতে লাগল। আর তারা যে দৈহিক বস্ত্র পরে জলে নেমেছিল, তা তাদের নদীতে ছেড়ে আসতে হয়েছিল। — মৃত্যুতে মানুষের যে দেহত্যাগ ঘটে, এখানে 'দৈহিক বস্ত্র' বলতে সে কথাই বোঝানো হয়েছে।

নির্বিঘ্নে নদী পার হয়ে সেবাকারী আত্মাদের সঙ্গ লাভ করে আনন্দ সহকারে মধুর আলাপ করতে করতে তারা আকাশ পথে এগিয়ে চলল। তাদের আলাপের বিষয় ছিল ***সিয়োনপুরীর*** অতুলনীয় সৌন্দর্য ও প্রতাপ। তাঁরা আরও স্মরণ করিয়ে দিলেন, সেখানে রয়েছে, ***সিয়োন পর্বত, . . . স্বর্গীয় জেরুশালেম,*** অযুত অযুত দূত, . . . সিদ্ধি প্রাপ্ত ধার্মিকগণের আত্মা (ইব্রীয় ১২:২২,২৩)। তাঁরা আরও বললেন, এখন তোমরা পরমদেশে যাচ্ছ (প্রকাশিত. ২:৭), সেখানে গিয়ে জীবনবৃক্ষ দেখতে পাবে, তার টাটকা ফল খেতে পাবে। আর সেখানে পৌঁছুলে তোমাদের শুভ্র-বস্ত্র দেওয়া হবে, এবং অনন্তকাল ***মহারাজের*** সঙ্গে আলাপ ও যাতায়াত করতে থাকবে (প্রকাশিত. ৩:৪, ৫; ২২:৫)। রোগ, শোক, দুঃখ, ব্যথা, জ্বরা, মৃত্যু, যা কিছু জগতে থাকতে দেখেছ, সে সব আর তোমাদের দেখতে হবে না। কারণ অতীতের সমস্ত সংকট ও বিপর্যয়ের পরিসমাপ্তি ঘটবে, সবাই ভুলে যাবে সেই সব কথা" (যিশাইয় ৬৫:১৬)। এখন তোমরা ***অব্রাহাম, ইস্‌হাক, যাকোব,*** ভাববাদীদের এবং অন্যান্য ঈশ্বরভক্তদের সঙ্গে মিলিত হবে, যাদের ***ঈশ্বর*** আগামী সংকট থেকে উদ্ধার করে অনন্ত বিশ্রামে রেখেছেন (যিশাইয় ৫৭:২)।

যাত্রীরা জিজ্ঞেস করল, "সেই পবিত্র দেশে আমাদের কি কি করতে হবে?" তাঁরা উত্তর করলেন, "সেখানে সমস্ত পরিশ্রমের পরিবর্তে আরাম, ও দুঃখের পরিবর্তে সুখ ও আনন্দ ভোগ করবে। যা বুনেছ, তার ফল পাবে, যেমন — যে প্রার্থনা করেছ, ***মহারাজের*** প্রতি অনুরাগের কারণে যে অশ্রুপাত ও কষ্টভোগ করেছ, তার পুরস্কার পাবে (গালাতীয় ৬:৭, ৮) । সেখানে তোমাদের সোনার মুকুট পরানো হবে, এবং ***পবিত্রতমের*** দর্শন চিরকাল লাভ করবে; কারণ ***তিনি*** যেমন আছেন, ***তাঁকে*** তেমনই দেখতে পাবে (১যোহন ৩:২)। মর্ত্যে

দৈহিক দুর্বলতাহেতু অতিকষ্টে ***যাঁর*** সেবা করতে, সেখানে গিয়ে উচ্চধ্বনি সহকারে ***তাঁর*** ধন্যবাদ-প্রশংসা, স্তব-স্তুতি, আরাধনা করতে পারবে। সেখানে ***বীরশ্রেষ্ঠের*** দর্শন লাভ করে তোমাদের চোখ জুড়াবে ও ***তাঁর*** মধুর রব শুনে পুলকিত হবে। তোমাদের যে প্রিয়বর্গ পূর্বে সেখানে গেছেন, তাদের সঙ্গে মিলনের আনন্দ উপভোগ করবে, এবং তোমাদের পরে যারা সেখানে যাবে, তাদের অভ্যর্থনা জানাতে পারবে। সেখানে গৌরব ও প্রতাপে ভূষিত থাকবে, এবং ***তাঁর*** সঙ্গী হবার জন্য উপযুক্ত রথ পাবে। আবার ***তিনি*** যখন প্রধান দূতের রব ও তূরীধ্বনি সহকারে জগতে ফিরে আসবেন, তখন ***তাঁর*** সঙ্গে আসতে হবে। ***তিনি*** যখন বিচার-সিংহাসনে বসবেন, তখন ***তাঁর*** পাশে বসবে;এমনকি, ***তিনি*** যখন দুষ্টদের শাস্তি ঘোষণা করবেন, তা সে দূত বা মানুষ যে-ই হোক, তোমরাও তাতে অংশ নেবে। অবশেষে ***তিনি*** যখন ***সিয়োনপুরীতে*** ফিরে আসবেন, তখন তোমরাও ***তাঁর*** সঙ্গে এসে চিরকাল থাকবে" (১থিষলনীকিয় ৪:১৩-১৭;যিহূদা ১৪, ১৫;দানিয়েল ৭:৯-১০;১করিন্থীয় ৬:২-৩)।

এইভাবে তারা ***সিয়োনপুরীর*** প্রধান ফটকের কাছাকাছি এলে এক স্বর্গীয় বাহিনী তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন;তোজোময় ব্যক্তি দু-জন তাদের বললেন, "এরা পৃথিবীতে বসবাস কালে আমাদের ***প্রভুকে*** ভালবাসত, এবং ***তাঁর*** পবিত্র নামের জন্য সব কিছু ত্যাগ করেছে। এদের অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে আসবার জন্য ***তিনি*** আমাদের পাঠিয়েছিলেন; তাই আমরা এদের গন্তব্য পথে এ পর্যন্ত এনে দিলাম। এখন এরা গিয়ে ***পরিত্রাতার*** শ্রীমুখ দর্শন করে আনন্দ উপভোগ করুক।" তখন স্বর্গীয় বাহিনী উচ্চরবে বললেন, "ধন্য তারা, যারা মেষশাবকের বিবাহভোজে নিমন্ত্রিত" (প্রকাশিত. ১৯:৯)। এমন সময় যাত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উজ্জ্বা শ্বেতশুভ্র বস্ত্র পরিহিত এক ***রাজকীয়*** তূরীবাদক দল এলেন। তাঁরা উচ্চ ও মধুর বাজনায় আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুললেন, এবং ***খ্রীষ্টিয়ান*** ও ***আশাবানকে*** সহস্রবার সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

তার পর স্বপ্নে দেখলাম, তাঁদের কেউ কেউ যাত্রীদের সামনে, কেউ কেউ পিছনে, আবার কয়েকজন ডান দিকে ও বাঁদিকে, এইভাবে সবাই তাদের ঘিরে সু-মধুর অথচ উচ্চ তূরীধ্বনি সহকারে আকাশ পথে এগিয়ে চললেন। সেই দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছিল, যেন গোটা ***স্বর্গ*** নেমে এসেছে তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাতে। শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণকারীদের হর্ষ-উল্লাস, তূরীধ্বনি ও শরীরী ভাষায় প্রকাশ পাচ্ছিল যাত্রীদের অভ্যর্থনা জানাতে তারা কতটা আগ্রহান্বিত। যাত্রীরাও দূতদের মুখদর্শনে ও আনন্দ প্রকাশের বহরে এমনই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, মনে হচ্ছিল যেন, স্বর্গে পৌঁছবার আগেই তাদের স্বর্গের উপলব্ধি হয়ে গিয়েছে। এখান থেকে ***পবিত্র নগর*** দেখা যাচ্ছিল, মনে হল, তাদের অভ্যর্থনার জন্য ***স্বর্গপুরীর*** সমস্ত ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে। এই পরিবেশ, দূতদের ও পবিত্রগণের সাহচর্যে অবস্থান করার আনন্দের উচ্ছ্বাস তাদের এত প্রবল ছিল যে, তা লিখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এইভাবে এক আবেগ মধুর পরিস্থিতিতে তারা

স্বর্গপুরীর প্রধান দরজায় এসে হাজির হল।

সেখানে এসে দেখতে পেল, গেটের উপরে বড় বড় সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে, "***ধন্য তারা, যারা জীবন-বৃক্ষের অধিকারী হবার জন্য এবং দ্বার দিয়ে নগরে প্রবেশ করবার জন্য আপন আপন পরিচ্ছদ ধৌত করে***" (প্রকাশিত. ২২:১৪)।

পরে দেখলাম, তেজোময় ব্যক্তিদ্বয়ের আদেশ অনুসারে তারা ফটক দুয়ারে দাঁড়িয়ে ডাকতে লাগল। তখন ***হনোক, মোশি, এলিয়*** ও অন্যান্য সাধুরা উপর থেকে মুখ বাড়িয়ে তাকালেন। তেজোময় ব্যক্তি দু-জন তাঁদের বললেন, "এই যাত্রী দু-জন ***মহারাজের*** প্রতি আনুগত্য ও প্রীতিহেতু ***ধ্বংস-নগর*** থেকে এসেছে। যাত্রীরা তাদের অনুমতিপত্র তাঁদের হাতে দিলে, তাঁরা তা ***মহারাজের*** কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ***তিনি*** তা দেখে জানতে চাইলেন, তারা কোথায়। তাঁরা জানালেন, প্রধান ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ***তিনি*** বললেন, "পুরদ্বার খুলে দাও, বিশ্বস্ততা-পালনকারী ধার্মিক জাতি প্রবেশ করবে" (যিশাইয় ২৬:২)।

স্বপ্নে আরও দেখলাম, প্রধান ফটক খোলা হলে যাত্রী দু-জন প্রবেশ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা রূপান্তরিত হয়ে গেল। তারা সোনার মত উজ্জ্বল বস্ত্র পরিহিত হল। কয়েকজন বীণা ও মুকুট নিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করে হাতে বীণা দিলেন এবং মাথায় মুকুট পরিয়ে দিলেন, যেন বীণাধবনিতে তাদের প্রশংসা-গান উত্থিত হয়, এবং মুকুট দ্বারা গৌরব ঘোষিত হয়। স্বপ্নেই তখন শুনতে পেলাম, ***সিয়োনপুরীর*** সমস্ত ঘণ্টায় আবার আনন্দধবনি প্রতিধবনিত হতে লাগল;আর যাত্রী দু-জনকে বলা হল, "এস, তোমাদের প্রভুর আনন্দের সহভাগী হও" (মথি ২৫:২৩)। শুনতে পেলাম যাত্রীরাও উচ্চকণ্ঠে এই গান গাইতে লাগল, "স্তুতি, মহিমা, গৌরব ও পরাক্রম যুগে যুগে চিরকাল সিংহাসনে আসীন ঈশ্বর ও মেষশাবকের প্রতি বর্তুক" (প্রকাশিত. ৫:১৩)।

তাদের প্রবেশের জন্য প্রধান ফটক খোলা হলে আমি তাকিয়ে দেখলাম, ***সিয়োনপুরী*** সূর্যের মত তেজোময়, রাজপথগুলো সোনায় মোড়া। অনেক লোককে সেই সোনায় মোড়া পথে বেড়াতে দেখলাম, তাদের মাথায় মুকুট ও হাতে সোনার বীণা প্রশংসা গান করার জন্য। আরও কিছু ডানাওয়ালা লোক দেখলাম, তাঁরা বিরামহীনভাবে বলে চলেছেন, "***পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান***" (যিশাইয় ৬: ৩)। পরে ফটক বন্ধ হয়ে গেল, এ সব দেখে আমার ওখানে থাকবার বড়ই ইচ্ছে হচ্ছিল।

এ সব বিষয় চিন্তা করতে করতে হঠাৎ পিছন ফিরে দেখি ***অজ্ঞান*** নদী তীরে এসে হাজির হয়েছে। সে বেশ তাড়াতাড়ি নদী পার হয়ে গেল; ***খ্রীষ্টিয়ান*** ও ***আশাবানের*** অর্ধেক কষ্টও তাকে পেতে হল না। কারণ ***বৃথা আশা*** নামে এক মাঝি তাকে নদী পার করে দিল। পার হয়ে সে একলা পাহাড়ে উঠতে লাগল, কেউ তাকে স্বাগত জানাতে আসেনি। সে প্রধান ফটকের সামনে এসে লেখাগুলো দেখে ভাবল, এক্ষুনি ফটক খোলা হবে, তাই আঘাত করতে লাগল।

যাঁরা উপর থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখছিলেন, তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, "কোথা থেকে আসছ? কি চাও?" ***অজ্ঞান*** উত্তর করল, "আমি ***রাজার*** সাক্ষাতে ভোজন-পান করেছি, ***তিনি*** আমাদের পথে উপদেশ দিয়েছেন" (লুক ১৩:২৬)। তখন তাঁরা তার অনুমতিপত্র চাইল; সে নিজের পকেট ইত্যাদিতে খোঁজাখুঁজি করল, কিন্তু কিছুই পেল না। তাঁরা আবার জিজ্ঞেস করল, "কি, তোমার অনুমতিপত্র নেই?" সে কোন উত্তর দিল না। সুতরাং তাঁরা ***মহারাজকে*** সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন; ***তিনি*** তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন না, বরং সেই দুই তেজোময় ব্যক্তিকে — যাঁরা ***খ্রীষ্টিয়ান*** ও ***আশাবানকে*** স্বাগত জানাতে এসেছিলেন, — তাঁদের আদেশ দিলেন, "ওর হাত-পা বেঁধে বাইরের অন্ধকারে ফেলে দাও"। তখন তাঁরা ***অজ্ঞানের*** হাত-পা বেঁধে আকাশ পথে নিয়ে পর্বতের পাশে যে দুয়ার দেখেছিলাম, তার ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন। আমিও তার ফলে বুঝতে পারলাম, ***ধ্বংস-নগর*** থেকে যেমন নরকে যাবার পথ আছে, তেমনই ***স্বর্গের দ্বার*** থেকেও নরকে যাওয়ার পথ আছে।

এমন সময় আমার ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় বুঝলাম, এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম।

প্রিয় পাঠক, আমি এতক্ষণ আমার স্বপ্নের খুঁটিনাটি সবই জানিয়েছি। আর স্বপ্ন তো বেশির ভাগ সময় রূপক অর্থে প্রকাশিত হয়ে থাকে, তাই জানতে ইচ্ছে হয়, এই স্বপ্নের তাৎপর্য আপনার কাছে প্রকাশিত হয়েছে কি না। যদি সব কিছু স্পষ্ট না হয়ে থাকে, প্রার্থনা সহকারে আবার পড়ুন। এতে খুঁজে পাবেন, খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে আপনার জীবনপথের কত দূর পর্যন্ত এসেছেন, আর কত দূরই বা বাকি আছে। ভবিষৎ জীবনে কি কি পরিস্থিতির মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা আছে। কি কি সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন আছে। সবশেষে পাবেন, শাস্ত্র অনুসারে আপনার বিশ্বাসের পরিণাম কী? সম্ভব হলে, ঈশ্বরের বাক্যের আলোকে এ সব মিলিয়ে নিন।

সেই সঙ্গে প্রিয়জন, বন্ধুবর্গ, প্রতিবেশীদের পড়তে উৎসাহিত করুন, তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতে চেষ্টা করুন, দেখবেন উভয়পক্ষের তাতে উপকার হবে। আর খ্রীষ্টিয় জীবন সম্বন্ধে যাদের ধারণা নেই, সম্ভব হলে, তাদের সঙ্গেও গল্প করুন এ বিষয়ে; কি জানি, হয়তো দেখা যাবে, গল্প করতে গিয়ে আপনি সত্যের বাহকে পরিণত হয়ে গেছেন।

এর পর আবার খ্রীষ্টিয়ানী ও তার সন্তান-সন্ততির বিষয় জানবার জন্য অপেক্ষায় থাকুন। ধন্যবাদ।

সমাপ্ত